ফের ঢাকা যাচ্ছে কুষ্টিয়ার তৈয়ব আলীর ‘কালো মানিক’

গত বছর ঢাকায় নিয়ে গেলেও কাঙ্খিত দাম না মেলায় কুষ্টিয়ার বাড়িতে ফিরিয়ে নেওয়া হয় ষাঁড় ‘কালো মানিক’কে। এক বছর পর ফের তৈয়ব আলী তার প্রিয় ‘কালো মানিক’কে ঢাকায় নিয়ে যাচ্ছেন। কালো মানিকের ওজন প্রায় ৩০ মণের ওপরে। গায়ের রং কালো কুচকুচে। লম্বায় আনুমানিক ১০ফুট।

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার হালসা বামনগাড়ী এলাকার দরিদ্র কৃষক তৈয়ব আলী বেশ কয়েক বছর ধরে এই ষাঁড়টি লালন পালন করছেন । আদর করে ষাঁড়টির নাম দিয়েছেন কালো মানিক। বিশালাকৃতির ষাঁড়টি এরই মধ্যে এলাকায় বেশ আলোড়ন তৈরি করেছে। অনেকেই তার বাড়িতে ষাঁড়টি দেখতে আসছেন।

তৈয়ব আলী জানান, গত বছর ঢাকার গাবতালি বাজারে বিক্রির জন্য তিনি নিয়ে যান প্রিয় ‘কালো মানিক’কে। তখন ষাঁড়টির ওজন ছিল ৩১মণ। দাম চেয়েছিলেন ১০ লাখ টাকা। কিন্তু কাঙ্খিত দাম না পাওয়ায় ষাঁড়টি বিক্রি না করে ফিরিয়ে নিয়ে যান বাড়িতে। এক বছর ধরে টাকা পয়সা ধার দেনা করে ষাঁড়টির যত্ন করছেন তৈয়ব আলী। তিনি আরও জানান, দু’একদিনের মধ্যে ঢাকায় নিয়ে যাবেন প্রিয় কালো মানিককে।

তৈয়ব আলী বলেন, গত বছর ১০ লাখ টাকায় বিক্রির ইচ্ছা ছিলো ষাঁড়টি। কিন্তু ৭ লাখ টাকার ওপরে দাম না ওঠায় হতাশ হয়ে ফিরে আসি। এক বছর ধার-দেনা করে ষাঁড়টি পালছি। আশা করছি কাঙ্খিত দামে বিক্রি করতে পারবো। তার আশা, এ বছর ১৫ লাখ টাকায় ষাঁড়টি বিক্রি করতে পারবেন।

তবে দেশের কয়েকটি জেলায় বন্যা হওয়ায় কারণে গরুর বাজার পড়ে যেতে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন তৈয়ব আলী। কাঙ্খিত দাম না পেলে লোকসান হলেও কালো মানিককে এবার আর ফিরিয়ে আনবেন না বলেও জানান তিনি।

কুষ্টিয়ায় বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমারে আগুন

কয়েকদিন ধরে তীব্র গরমে অতিষ্ঠ শহরবাসী, অন্যদিকে লোডশেডিং এ নাজেহাল শহরবাসী। তার উপর আচমকাই বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমারে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটলো কুষ্টিয়া শহরে।

ঘটনার জেরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে শহরের ব্যাস্ততম বাণিজ্যিক এলাকা এনএস রোডের ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে এলাকাবাসী ও পথচারীদের মধ্যে। বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যানজট। খবর দেওয়া হয় কুষ্টিয়া ফায়ার সার্ভিসে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম। তারা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এতে কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। তবে বিদ্যুতহীন হয়ে পড়ে গোটা শহর।

জানা যায়, সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এনএস রোডের পরিমল টাওয়ারের সামনে থাকা একটি ট্রান্সফরমারের মধ্যে আচমকাই ধোঁয়া উঠতে শুরু করে। সেখানে উপস্থিত দোকান কর্মচারী, পথচারী এবং আশেপাশের ব্যবসায়ীদের এই ঘটনা চোখে পড়ে। এরপর কিছু সময় যেতে না যেতেই নিমেষের মধ্যেই দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে।

সেইসঙ্গে মুহূর্তের মধ্যেই গোটা বিদ্যুতের জোড়া খুটির ট্রান্সফরমারে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার জেরে প্রবল আতঙ্কিত হয় পথচারি থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীরা।

এসময় বেশ কিছুক্ষণের জন্য যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এনএস রোড সড়কে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল বাহিনীর কর্মীরা।

আকতার হোসেন বাবুল নামের এক ব্যবসায়ী জানান, এই এলাকায় হঠাৎ করেই ট্রান্সফরমারে আগুন লেগে যায়। দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে। এরপর দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে থাকলে সকলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

তারপর তারা দমকল কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যবস্থা করেন। ঘটনার ফলে বিদ্যুতের দুই খুঁটির মাঝে পুরো অংশ জুড়েই আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

কুষ্টিয়ায় পৃথক দুটি মামলায় যাবজ্জীবন- ১ ও অপরজনের ১০ বছরের কারাদন্ড

কুষ্টিয়ায় বড় ভাবীকে হত্যার দায়ে শুকুর আলী নামে একজনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও একই সাথে ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং দেশীয় তৈরীর এলজি (বন্দুক), ৩ রাউন্ড গুলি, ২টি ককটেল বোমা রাখার অপরাধে তাজুব্বর মালিথা নামে অস্ত্র মামলায় ১০ বছরের কারাদন্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

সোমবার দুপুরে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজের বিচারক মোঃ তাজুল ইসলাম আসামীদের উপস্থিতিতে এই পৃথক দুটি মামলার রায় ঘোষনা করেন। রায় প্রদান শেষে কড়া নিরাপত্তায় আসামীদেরকে জেলাকারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

হত্যা মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামী হলেন দৌলতপুর উপজেলার পূর্ব আমদামী ঘাট এলাকার মৃত সাহাজ উদ্দিন শেখের ছেলে শুকুর আলী এবং অস্ত্র মামলার আসামী হচ্ছেন মিরপুর উপজেলার চিথলিয়া বাজারপাড়া গ্রামের আকবার মালিথার ছেলে তাজুব্বর মালিথা।

আদালত সূত্রে জানা যায় ২০১৩ সালের মার্চের ২০ তারিখে আসামী শুকুর আলী পানি না নিয়ে বাথরুমে যান। পরে আসামীর মেয়ে বিথী (৭) এর কাছে বাথরুমে এসে পানি দিতে বললে তার মেয়ে পানি না দিয়ে চলে যায়। পরবর্তীতে বদনায় করে বাথরুমে পানি না দেওয়ার কারণে মেয়েকে গালিগালাজ করতে থাকে। আসামীর বড় ভাবী রওশনা তার মেয়েকে গালিগালাজ করতে নিষেধ করায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠানে থাকা কোদালের ধারালো পাশের উল্টা পিঠ দিয়ে আসামীর বড় ভাবী রওশনা কে মাথার পিছনে আঘাত করিলে গুরুত্বর রক্তাক্ত জখম হন এবং ঘটনাস্থলে মারা যান। এ বিষয়ে দৌলতপুর থানায় একদিন পরে নিহতের ভাই বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষ করে ২০১৩ সালের অক্টোবর ০২ তারিখে আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন এবং সাক্ষীপ্রদান শেষে আজ এ

রায় ঘোষণা করেন।

অপরদিকে, ২০১২ সালের জুনের ১৬ তারিখে মিরপুর থানার পুলিশ অভিযান পরিচালনা কালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন মিরপুর উপজেলার চিথলিয়া গিয়াস উদ্দিন পিস্তলের বাড়ীর উত্তর পাশে আম কাঠালের বাগানের মধ্যে সন্ত্রাসীরা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করার জন্য অস্ত্রগুলি ও বোমাসহ অবস্থান করছে।

এমন সংবাদের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত হলে কয়েকজন লোক দৌড়াইয়া পালানোর চেষ্টা করে। তখন পুলিশের সহায়তা তাদের পিছু ধাওয়া করে তাজুব্বর মাথিলার দেহ তল্লাশী করে একটি দেশীয় অস্ত্র এলজি বন্ধুক এবং কোমরে গোজানো অবস্থায় তিন রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে পুলিশ। পরবর্তীতে মিরপুর থানায় পুলিশ বাদী হয়ে একটি অস্ত্র আইনের মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্ত শেষে আদালত আজ এই রায় ঘোষনা করেন।

কুষ্টিয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আবু বক্কর (৩৮) নামে এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকেলে শহরের পাঁচ রাস্তা মোড় এলাকায় একটি ভবনে কাজ করার সময় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত নির্মাণ শ্রমিকের নাম আবু বক্কর। সে কুমারখালী উপজেলার চাঁপড়া ইউনিয়নের ভাঁরোলা গ্রামের আলমের ছেলে। কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাব্বিরুল আলম বলেন, নিহত বক্কার একজন নির্মাণ শ্রমিক।

সকাল থেকে একটি বাড়িতে ট্যাংকির ঢালাইয়ের কাজ করছিল। বৈদ্যুতিক ভাইব্রেশন মেশিনের সাহায্যে ট্রাংকি ঢালাইয়ের কাজ করা অবস্থায় তাকে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে হয়ে ঘটনাস্থলে মারাত্মক আহত হলে স্থানীয়রা শ্রমিকরা দ্রুত কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে আনার পথে মারা যান। কিভাবে ভবনে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হল তা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

কুষ্টিয়ায় কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ

কৃষি প্রণোদনার আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মধ্যে বিনামূল্যে আমন ধান(উফশি), গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ ও রাসয়নিক সার বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিস চত্বরে এসব বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে শুভ উদ্বোধন করেন মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ কামারুল আরেফিন।

এসময় তিনি বলেন, কৃষিবান্ধব সরকার ক্ষমতায় রয়েছে বলেই কৃষকদের এখন আর সার নিয়ে সমস্যা হয় না। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এলে দেশে কৃষিতে বিপ্লব ঘটে।

তিনি আরও বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কৃষিবান্ধব নীতি মেনেই সরকার কৃষি উন্নয়নে বিভিন্নখাতে ভর্তুকি দিচ্ছে। আর কৃষি খাতে ভর্তুকি দেয়ায় কৃষকরা কৃষি কাজে উদ্বুদ্ধ হয়েছে বলেই বাংলাদেশ আজ খাদ্য ঘাটতির দেশ থেকে খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশে পরিনত হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আব্দুল কাদের, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ আবুল কাশেম জোয়ার্দ্দার, মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার, মোঃ ইমরান বিন ইসলামসহ সংশ্লিষ্টরা।

মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, মিরপুর উপজেলাতে ১৬২০ জন কৃষক কে উফশী আমন ধান বীজ ও সার প্রদান করা হবে যেখানে প্রতিজন ৫ কেজি ধান বীজ, ১০ কেজি ডিএপি সার ও ১০ কেজি এমেপি সার প্রদান করা হবে। এছাড়া ৫০ জন কৃষক কে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ ও রাসয়নিক সার প্রদান করা হবে যেখানে প্রতিজন কৃষক ১ কেজি পেঁয়াজ বীজ, ২০ কেজি ডিএপি সার ও ২০ কেজি এমওপি সার প্রদান করা হবে।

কুষ্টিয়ায় সততা সংঘের মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান

কুষ্টিয়ায় সততা সংঘের মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মেধাবী শিক্ষার্থীদের সততাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এ বৃত্তি দেওয়া হয়েছে।

বুধবার সকালে এসব শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হয়। জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি (দুপ্রক) এ অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সমন্বিত জেলা কার্যালয় কুষ্টিয়ার (ভারপ্রাপ্ত) উপ নীল কমল পাল, কুষ্টিয়া জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ রমজান আলী আকন্দ, কুষ্টিয়া জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক এসএম কাদেরী শাকিল, কমিটির সদস্য শাহ নওয়াজ আনসারী মনজু ও সদস্য সরকার রফিকুল ইসলাম শাহীন, সাইফুল আলম মারুফসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, সততার শিক্ষাটা পরিবার থেকে শুরু করতে হবে। দুর্নীতি দমন কমিশন সততা সংঘের মেধাবী সদস্যদের বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূলত সততার বীজ বুনে দিচ্ছে। অনিয়ম দুর্নীতির প্রতি সোচ্চারে যাতে ক্ষুদে শিক্ষার্থীরাও উৎসাহী হয়, সেই উদ্দীপনা তৈরির জন্য এই বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ‘দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ’ প্রকল্পের আওতায় সততা সংঘের মেধাবী শিক্ষার্থীদের সততাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কুষ্টিয়ার ৬ টি উপজেলায় সততা সংঘের ১২জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে এ বৃত্তি দেওয়া হয়।

দৌলতপুরে আখ ক্ষেত থেকে গাঁজা গাছসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে একটি আখ ক্ষেত থেকে গাঁজার গাছসহ ইদবার শাহ নামে একজনকে আটক করেছে পুলিশ। সোমবার দুপুরে দৌলতপুর উপজেলার পিয়ারপুর ইউনিয়নের কামালপুর গ্রামের একটি মাঠ থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটক ইদবার শাহ দৌলতপুর উপজেলার পিয়ারপুর ইউনিয়নের কামালপুর গ্রামের বাসিন্দা। সে মাদক ব্যাবসায়ী বলে জানান পুলিশ।

দৌলতপুর থানার দিঘলকান্দি ক্যাম্পের এস আই জামাল জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার দুপুরের দিকে অভিযান চালিয়ে কামালপুর গ্রামের একটি আখ ক্ষেতে ৮ থেকে ৯ পিছ গাঁজা গাছ উদ্ধার করা হয়। এসময় গাঁজা চাষি ইদবারকে আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

কুষ্টিয়ায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে কর্মশালা

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য ও কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বেলা সাড়ে দশটায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের (ওষুধ প্রশাসন) অতিরিক্ত সচিব মো. এনামুল হক।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণের সমন্বয়ক হোসেন আলী খন্দকার। কর্মশালায় কি-নোট উপস্থাপন করেন

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নাসরিন বানু।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সহযোগিতায় ও কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় অন্যান্যের মধ্যে কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা: এ এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফরহাদ হোসেন খান, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ, এনজিও প্রতিনিধি, প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকগণ অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালায় বক্তারা বলেন, তামাক ও তামাকজাত পণ্য সেবনের কারণে প্রতি বছর বিশ্বে ৮০ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করছে। ২০১৭ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী শুধুমাত্র বাংলাদেশে তামাক ও তামাকজাত পণ্য সেবনের কারণে প্রতিবছর এক লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাক মুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

কর্মশালায় বক্তারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তামাকের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে আইনের কঠোর প্রয়োগ বাস্তবায়নের পাশাপাশি তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে আরো ব্যাপক সচেতনতা গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই বলে উল্লেখ করেন।

কুষ্টিয়ার কিশোর গ্যাং চক্রের ৩ সক্রিয় সদস্য চট্টগ্রাম থেকে আটক

কুষ্টিয়ার কিশোর গ্যাং চক্র বিএসবি’র ৩ সক্রিয় সদস্যকে চট্টগ্রাম থেকে আটক করেছে র্যাব। বৃহস্পতিবার বিকেলে চট্টগ্রাম জেলার কোতয়ালি থানাধীন স্টেডিয়াম এলাকা হতে তাদের আটক করা হয় বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে র্যাব-১২, সিপিসি-১, কুষ্টিয়া ক্যাম্পের স্কোয়াড্রন লীডার কোম্পানী কমান্ডার মোহাম্মদ ইলিয়াস খান।

আটককৃতরা হলো কুষ্টিয়া সদর থানার-পূর্ব মজমপুর এলাকার হারুনুর রশিদের ছেলে মোহাম্মদ সংগ্রাম হোসেন সাইফ (১৯), মিরপুর উপজেলার বেলগাছী এলাকার আব্দুস সবুর বিশ্বাসের ছেলে মহাম্মদ নাফিস ফুয়াদ
(১৯) এবং কুমারখালী বানিয়াপাড়া এলাকার শফিকুল ইসলামের ছেলে তামিম শাহরিয়ার।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আটককৃতরা গত ১৩ জুন তারিখে কুষ্টিয়ার কলকাকলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সংঘবদ্ধভাবে আক্রমন চালিয়ে ঐ স্কুলের ৮ম শ্রেণীর ছাত্র আবিরকে মারাত্মকভাবে কুপিয়ে জখম করে এবং স্কুলে ভাংচুর চালায়।

উক্ত ঘটনায় আহত ছাত্রের বাবা বাদী হয়ে কুষ্টিয়া মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা নং-৩৬।

পরবর্তীতে কুষ্টিয়া ও চট্টগ্রাম র্যাবের যৌথ অভিযানে কিশোর গ্যাং চক্রের ৩ সদস্য গ্রেফতার করা হয়। আটককৃত আসামিদের চট্টগ্রাম জেলার কোতয়ালি থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

দৌলতপুরে পদ্মার চরে বাদাম তোলায় ব্যস্ত কৃষক

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার রামকৃষ্ণপুর, চিলমারী, মরিচা ও ফিলিপনগর ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত পদ্মা নদীতে মাইলের পর মাইল চর পড়েছে। বন্যার পর চরের মাটিতে পলি জমায় মাটি র্উবর হওয়ায় অতিরিক্তি সার, সেচ, কীটনাশক দিতে হয় না। ফলে বীজ রোপণের তিন মাসের মধ্যেই বাদাম তোলা হচ্ছে। চরজুড়ে এখন বাদাম তোলার কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন চাষীরা।

দৌলতপুরে উৎপাদিত বাদামের মান ভালো হওয়ায় প্রতি বছরই দশেরে বিভিন্ন জেলা থেকে পাইকাররা এসে এখান থেকে বাদাম কিনে নিয়ে যায়। রামকৃষ্ণপুর, চিলমারী, মরিচা ও ফিলিপনগর চরসহ বিভিন্ন চরে কৃষকেরা বাদামের চাষ করেছেন।

উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়রেনর চরাঞ্চল ঘুরে দেখা যায়, কৃষাণ-কৃষাণীরা ক্ষেত থেকে এখন বাদাম তোলায় ব্যস্ত।

চলতি মৌসুমে চরাঞ্চলে প্রায় ৮৯০ হেক্টর জমিতে চীনা বাদামের চাষ হয়েছে। বিঘাপ্রতি ৭-৯ মণ হারে ফলন পেয়েছেন। ৩ হাজার ৮০০ টাকা মণ দরে বিক্রি করে খরচ বাদ দিয়ে লাভ হওয়ায় দরিদ্র চাষিদের মুখে হাসি ফিরেছে।

উপজেলার রামকৃষ্ণপুর গ্রামের বাদাম চাষি সাহাবউদ্দিন বলেন, এবার ৬ বিঘা জমিতে বাদাম চাষ করেছি। যে জমি এক সময় কোনো কাজেই আসত না, সেই জমিতে বাদাম ফলিয়ে অনেক লাভবান হচ্ছি।

ইসলামপুরের কৃষক আবুল হাসেম জানান, ৫ বিঘা জমিতে বাদাম চাষ করে তিনি এবার প্রায় ২ লাখ টাকার বাদাম বিক্রি করেছেন। সব খরচ বাদ দিয়ে তার প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা লাভ হয়েছে। তবে কৃষি অফিসের সহযোগীতা পেলে আরো বেশি সাফল্য পাওয়া যেত বলে জানান ঐ কৃষক।

অন্যদিকে বাদাম ক্ষেতে কাজ করে দিনমজুররাও চরম খুশি। তারাও কৃষকের বাদাম ক্ষেতে গাছ থেকে বাদাম ঝরিয়ে প্রতিদিন প্রায় তিন’শ থেকে চারশ’ টাকা আয় করেছেন। এমনটিই জানালেন খোদেজা খাতুন নামে এক নারী শ্রমিক। বাদামের ব্যবসা লাভজনক হওয়ায় চাষিদের পাশাপাশি ব্যবসায়ীরাও খুশি। কৃষি বিভাগের পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় প্রণোদনা দেওয়ায় এ বছর বাদাম চাষে ভালো ফলন হয়েছে।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম বলেন, তামাক চাষে অনাগ্রহী করতে চরের সব অনাবাদি জমি কীভাবে বাদাম চাষের আওতায় আনা যায় সে লক্ষ্যে কৃষি বিভাগ কাজ করছে। দৌলতপুরে পদ্মার চরে প্রায় আড়াই হাজার হেক্টর জমিতে কোনো ফসল হয় না। এসব জমি বাদাম চাষের আওতায় আনা গেলে একদিকে যেমন চরের দরিদ্র কৃষকদের মুখে হাসি ফোটানো সম্ভব হবে, অন্যদিকে অর্থকরী ফসল বাদাম চাষ করে কৃষকের সারা বছরের আর্থিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে বলে মনে করেন চরবাসী।